120

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JAN 11 1999 ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

যৌন হয়রানির ঘটনা

বরিশাল মহিলা কলেজ

আগাম বন্ধ ঘোষণা

ধামাচাপা পড়ছে ঘটনা

বরিশাল ব্যুরো ঃ বরিশাল সরকারী মহিলা কলেজের শিক্ষক অবনীকান্ত শিকদার-এর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের বিষয়টি নিয়ে পরিস্থিতি দিন দিন ঘোলাটে হচ্ছে। ছাত্রীদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভের মুখে কর্তৃপক্ষ ঈদের আগাম ছুটি ঘোষণা করে কলেজ বন্ধ করে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে এ ব্যাপারে একটি তদন্ত কমিটিও গঠিত হয়েছে পাঁচ সদস্যের। কিন্তু একটি মুখচেনা মহল প্রথম থেকেই ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার জন্য তৎপর রয়েছে। এমনকি তদন্ত কমিটি নিয়েও নানা ধরনের অপপ্রচার চালান হচ্ছে। তদন্ত কমিটির কাজও খুব একটা গতিশীল নয় বলে অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, বরিশাল সরকারী মহিলা কলেজের শিক্ষক অবনীকান্ত শিকদারের বিরুদ্ধে সম্প্রতি কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রীরা যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের পোস্টারিং করে। ইতিপূর্বে উক্ত শিক্ষক সরকারী হাতেম আলী কলেজে শিক্ষকতার সময় সেখানেও তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাকে মহিলা কলেজে বদলী করা হয়েছিল।

দর্শনের ঐ শিক্ষক ইংরেজীতে পারদর্শী হওয়ায় তিনি কলেজ ক্যাম্পাসেই ছাত্রীদের প্রাইভেট কোচিং করতেন। ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে কলেজ হোস্টেলের ছাত্রীরা তার কাছেই কোচিং গ্রহণ করত। এমনকি সন্ধ্যার পরে লোডশেডিং-এর মধ্যেও ঐ শিক্ষককে নিভৃত এক কক্ষে জনৈকা ছাত্রীকে নিয়ে অবস্থান করতে দেখা গেছে। তার বিরুদ্ধে ছাত্রীরা ক্যাম্পাসে পোস্টারিং পর্যন্ত করেছে। কিন্তু কতিপয় বহিরাগত কথিত বুদ্ধিজীবী ঘটনাটিকে 'মৌলবাদীদের ষড়যন্ত্র' বলে ছাত্রীদের ধমক দেয়ার পাশাপাশি তা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করে।